Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

রবিবার the ২৭ day of **নভেম্বর , ২০২২**

অর্পিত সম্পত্তি প্রর্ত্যপন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৩৬৪২/২০১৩

সনৎ কুমার চৌধুরী এর মৃত্যুতে ওয়ারীশগণ Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ২৩/১১/২০২১ খ্রিঃ, ১১/০৮/২০২২ খ্রিঃ ও ২৩/১০/২০২২ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব হোমাইরা কালাম জেনি----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন, বিজ্ঞ ভি.পি কৌসুলি (জি.পি)

---------- Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা একটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

১) চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন সাতবাড়ীয়া মৌজার ‘ক’ তফসিলভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির গেজেটের ৫১৭ নং ক্রমিকে প্রকাশিত তফসিলী সম্পত্তির আর এস ২৪৩৯ খতিয়ানভুক্ত ৬৯৪ দাগ তৎ সামিল বি এস ৪০০৩ নং খতিয়ানের ১২৭৮ দাগের ০.৮১ শতক অত্র মামলার নালিশী ভুমি হয়। মূল

গেজেটে নালিশী সম্পত্তির মালিক হিসেবে সুকুমার বড়ুয়ার নাম ভুল লিপি হয়েছে। প্রকৃত মালিক গেজেটের ৫১১ নং ক্রমিকের সত্যব্রত চৌধুরী গং হবে।

২) নালিশী সম্পত্তির মূল মালিকগনের পূর্ববর্তী ছিলেন নৈচাঁদ চৌধুরী। উক্ত নৈচাঁদ চৌধুরী ০৪ পুত্র দুররাজ, মেঘরাজ, নীলমনি ও অধীন চন্দ্র কে ওয়ারীশ রেখে যান। মেঘরাজ বড়ুয়া মরনে ০২ পুত্র রাজকুমার বড়ুয়া ও রাম কুমার বড়ুয়া ওয়ারীশ থাকে। অধীন চন্দ্র মরনে নবকিশোর ওয়ারীশ হয়। রাজ কুমার মরনে ০৩ পুত্র উপেন্দ্র, দেবেন্দ্র ও সাতকড়ি বড়ুয়া চৌধুরী ওয়ারীশ হয়। উক্ত দেবেন্দ্র লাল চৌধুরী ০৪ পুত্র সুদর্শন, সত্যব্রত, শতদল, সুব্রত চৌধুরী ও এক কন্যা শাকিময়ী বড়ুয়া ওয়ারীশ হয়। উক্ত নবকিশোর মরনে ০৩ পুত্র শান্তিময়, অজয় কান্তি ও পিযূষ কান্তি ওয়ারীশ থাকে। প্রার্থীক অজয় কান্তি চৌধুরীর পুত্র হয়।

৩) তফসিলোক্ত সম্পত্তি দেবেন্দ্র লাল বড়ুয়ার পুত্র শতদল বড়ুয়া ০১/০১/১৯৫৫ ইং তারিখে ১৫ নং কবলা মুলে মনি কুন্ডলা বড়ুয়ার নিকট হতে খরিদ করেন। উক্ত শতদল বড়ুয়া গং ভারতবাসী হলে তাদের সম্পত্তি অর্পিত শ্রেনীভুক্ত হয় এবং নিকট আত্বীয় হিসাবে ভারতবাসীগনের আপন বোন শাকিময়ী চৌধুরী উক্ত সম্পত্তি লিজ প্রাপ্ত হন। শাকিময়ী চৌধুরী অত্র প্রার্থীকের জেঠাতো বোন হয়। শাকিময়ী চৌধুরী উক্ত সম্পত্তি আপোষে প্রার্থীকের বরাবর ত্যাগ পূর্বক দখল ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে প্রার্থীক ১৮/১২/১৯৯৬ ইং তারিখে অনুমতিপত্র চুক্তিনামা মূলে নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলকার হন। উক্ত প্রেক্ষিতে প্রার্থীক নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার হকদার।

৪) <u>অত্র মামলার ১-৪ নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-</u>

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তার ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হয় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। তফসিলোক্ত নালিশী ভুমি চন্দনাইশ থানার ক তালিকার গেজেটের ৫১৭ নং ক্রমিকে অন্তর্ভূক্ত হয়। নালিশী ভুমি চন্দনাইশ থানাধীন সাতবাড়ীয়া মৌজার আর এস ২৪৩৯ নং খতিয়ানের আর এস ৬৯৪ নং দাগের সামিল বি এস ২৫৯৯ নং খতিয়ানের বি এস ৯৬৮ নং দাগের ৮১ শতক ভুমি হয়। সরকার ভিপি মামলা নং ১৫৪/৭৮-৭৯ মূলে জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভুমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

<u>বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ</u>

৫) অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

প্রার্থী তার প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

৬) প্রার্থীপক্ষ তাহাদের মামলা প্রমানের জন্য ০২ (দুই) জন মৌখিক সাক্ষী যথা সুনব চৌধুরী (Pt.W.1) ও রমেশ কুমার চৌধুরী (Pt.W.2) কে উপস্থাপন করেন। জবানবন্দিকালে Pt.W.2 কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। সাতবাড়ীয়া মৌজার আর এস ২৪৩৯ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী -১ সিরিজ
২। একই মৌজার বি এস ৪০০৩ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী -২
৩। ০১/০১/১৯৫৫ ইং তারিখের ১৫ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী ৩
৪। রাজস্ব কর্মকর্তার আদেশের সহিমুহুরী নকল	প্রদর্শনী- ৪
৫। অনুমতি চুক্তিপত্রের আসল কপি	প্রদর্শনী- ৫
৬। ওয়ারীশ সনদের আসল কপি (৯ ফর্দ)	প্রদর্শনী-৬ সিরিজ
৭। গেজেটের ফটোকপি	প্রদর্শনী- ৭
৮। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি	প্রদর্শনী- ৮ সিরিজ

৭) অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা কামরুল ইসলাম (Op.W.1) কে পরীক্ষা করেছেন এবং যে দালিলিক প্রমান দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-ক ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রার্থীপক্ষে রমেশ কুমার চৌধুরী (Pt.W.2) এবং সরকার পক্ষে কামরুল ইসলাম (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

৮) উভয়পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। প্রার্থীপক্ষে দাখিলী সরকারী গেজেট প্রদর্শনী- ৭ হতে প্রতীয়মান হয়, গেজেটের ৫১৭ নং ক্রমিকে প্রকাশিত আর এস ২৪৩৯ নং খতিয়ানভুক্ত আর এস ৬৯৪ দাগের ০.৮১ শতক ভুমি অত্র মামলার নালিশী সম্পত্তি হয়। গেজেট দৃস্টে উক্ত নালিশী সম্পত্তি আর এস ২৫১০ খতিয়ানভুক্ত লিপি হলেও প্রকৃতপক্ষে খতিয়ান নম্বর হবে ২৪৩৯ এবং মালিকের নাম সুকুমার বড়ুয়ার স্থলে ৫১১ ক্রমিকে লিপিকৃত সত্যব্রত চৌধুরী হবে মর্মে প্রার্থীপক্ষ দাবি করেন।

৯) নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত আর এস ২৪৩৯ নং খতিয়ান প্রদশর্নী- ১ হতে প্রতীয়মান হয়, নালিশী উক্ত খতিয়ানের ৬৯৪ দাগের ৮১ শতক ভুমি দখল মন্তব্য কলাম অনুযায়ী নগেন্দ্র গং অর্থাত নগেন্দ্র লাল ধীরেন্দ্র লাল, পুলিন বিহারী, মুকুন্দ লাল ও ভুবন মোহন মালিক দখলকার ছিলেন।

১০) Pt.W.2 এর দাখিলী প্রদর্শনী- ৩ হতে দেখা যায়, উক্ত ৮১ শতক ভুমি শ্রীমতি কুন্তলা চৌধুরানী ০৬/০৮/১৯৩৭ ইং তারিখের পাট্টামূলে প্রাপ্ত হয়ে ০১/০১/১৯৫৫ ইং তারিখে কবলা মুলে দেবেন্দ্র লাল চৌধুরীর পুত্র শতদল চৌধুরীর নিকট হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী-২ হতে প্রতীয়মান হয়, উক্ত শতদল

চৌধুরীর নামে বি এস ৪০০৩ নং খতিয়ান ছুড়ান্ত প্রচার আছে। যদিও খতিয়ানে ৮১ শতকের স্থলে ৭৭ শতক রেকর্ড হয়েছে মর্মে দৃষ্ট হয়।

১১) প্রার্থীপক্ষ দাবি করেছেন শতদল বড়ুয়া গং ভারতবাসী হলে তাদের অর্পিত ও অনাবাসিক সম্পত্তি শ্রেনীভুক্ত হয় এবং নিকট আত্বীয় হিসাবে ভারতবাসীগনের আপন বোন শাকিময়ী চৌধুরী উক্ত সম্পত্তি লিজ প্রাপ্ত হন। প্রদর্শনী-৬(ঘ)ওয়ারীশ সনদপত্র হতে শাকিময়ী চৌধুরী উক্ত শতদল চৌধুরীর ভগ্নী হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু শাকিময়ী চৌধুরী নালিশী সম্পত্তি লীজ গ্রহনের সমর্থনে কোন ইজারা চুক্তিপত্র পাওয়া যায়নি। তবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর দাখিলী আপোষনামা প্রদর্শনী-৪ এবং উপজেলা রাজস্ব কর্মকতার আদেশনামা প্রদর্শনী- ৪(ক) হতে দেখা যায়, বিগত ০৪/১১/১৯৮৬ ইং তারিখে শাকিময়ী চৌধুরী ও প্রার্থীক সনৎ কুমার চৌধুরী আপোষে নালিশী সম্পত্তি সমানভাগে ভোগদখল করিতে সম্মত হন এবং সনৎ কুমার চৌধুরী কে একসনা ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। প্রদর্শনী-৫ হতে প্রতীয়মান হয় সনৎ কুমার চৌধুরী ১৮/১২/১৯৯৬ ইং তারিখে তফসিলোক্ত ০.৮১ শতক ভুমি একসনা ইজার প্রাপ্ত হন। প্রার্থীপক্ষ শাকিময়ী চৌধুরী অত্র প্রার্থীকের একই গোষ্ঠীভুক্ত জেঠাতো বোন হওয়ায় এবং প্রার্থীক ১৮/১২/১৯৯৬ ইং তারিখে অনুমতিপত্র চুক্তিনামা মূলে নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলকার বিধায় উক্ত সম্পত্তি তাহার অনকুলে অবমুক্তির দাবি করেন।

১২) অত্র মামলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত প্রশ্ন জড়িত রয়েছে যা আগে আলোচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করি। প্রদর্শনী-৭ সরকারী গেজেট এবং প্রদর্শনী-৫ অনুমতি চুক্তিপত্র দৃষ্টে দেবেন্দ্র লাল চৌধুরীর পুত্র সত্যব্রত চৌধুরী গং ভারতবাসী হলে তাদের সম্পত্তি ভি.পি মামলা নং-১৫৪/৭৮-৭৯ মূলে অর্পিত ও অনাবাসিক সম্পত্তি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কিন্তু প্রদর্শনী-২ বি এস খতিয়ান হতে দেখা যায় সত্যব্রত চৌধুরী ভারতবাসী হয়েছেন এমন কোন মন্তব্য খতিয়ানে নেই। শতদল চৌধুরী গং ভারতবাসী হয়েছেন তৎসমর্থনে বিশ্বাসযোগ্য কোন দালিলিক প্রমাণও আদালতে উপস্থাপিত হয়নি। এমতাবস্থায় কিসের ভিত্তিতে উক্ত সম্পত্তি অর্পিত শ্রেনীভুক্ত করা হয়েছে সেই প্রশ্ন থেকেই যায়।

১৩) এ বিষয়ে **Laxmi Kanta Roy vs Upazilla Nirbahi Officer and another, 46 DLR 136** মামলায় গৃহীত সিদ্ধান্ত খুবই প্রাসঙ্গিক। উক্ত মামলায়----- " Question arose whether the institutuion of the VP case No.142 of 1980 was maintainable in the eye of law. The High Court Division considering that the Defence of Pakistan Ordinance and Rules came in the year 1965 were repealed in the year 1969 but by Ordinance No.1 of 1969 some of the provisions of the Defence of Pakistan Rules were kept alive and continued and thereafter by Act No XLV of 1974, the Ordinance No.1 of 1969 was repealed on 23-03-1974, held that after the repeal of Ordinance No.1 of 1969 on 23-03-1974 the authority was not competent to start such Vested property proceeding in

the eye of law and that the Law on Enemy Property itself died with the repeal of Ordinance No.1 of 1969 dated 23-03-1974 and accordingly , no other vested property case can be started thereafter on the basis of law which is already dead and concluded in holding that the starting of vested property case No 142 of 1980 is absolutely without jurisdiction and has no legal basis at all.

১৪) পরবর্তীতে আপীল বিভাগ Aroti Rani Paul vs Sudharshan Kumar Paul and Ors 56 DLR (AD) 11 মামলায় সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে " -----since the law of enemy property itself died with repeal of Ordinance No1 of 1969 on 23-03-1974 , no further vested property case can be started thereafter on the basis of law which is already dead." অনুরুপভাবে মহামান্য আপীল বিভাগ Saju Hossain Vs Bangladesh reported in 58 DLR (AD) 177 মামলায় একই সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন।

১৫) উচ্চ আদালতের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ২৩/০৩/১৯৭৪ ইং তারিখের পর থেকে কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা যাবে না এবং কোন ভি.পি মামলা চালু হলে তা হবে সম্পূর্ন বে-আইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূত। অত্র মামলায় দেখা যায় ভি.পি কেস নং ১৫৪/৭৮-৭৯ মূলে ১৯৭৯ সনে তফসিলোক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সুতরাং ইহা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে, অত্র মামলার তফসিলোক্ত সম্পত্তি বে-আইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

১৬) এবার আসা যাক প্রার্থীক তফসিলোক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পেতে পারে কিনা ?

যুক্তিতর্ক শুনানিকালে প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, প্রার্থীক তফসিলোক্ত সম্পত্তির মূল মালিক শাকিময়ী চৌধুরীর কাকাতো ভ্রাতা হিসাবে উত্তরাধিকার সূত্রে ও লীজমুলে নালিশী সম্পত্তির দখলে থাকায় প্রার্থীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পাওয়ার অধিকারী।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ এর ২(ড) ধারা মতে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আদেশ পাওয়ার হকদার **মালিক অর্থ-**

"যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী,

বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী,

বা তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে এমন সহ-অংশীদার যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহন বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন----"

১৭) বি এস খতিয়ান প্রদর্শনী-২ হতে ইহা স্পষ্ঠ যে তফসিলোক্ত সম্পত্তির সর্বশেষ রেকর্ডমতে মূল মালিক ছিলেন দেবেন্দ্র লাল চৌধুরীর পুত্র শতদল চৌধুরী। ওয়ারীশ সনদপত্র ৬(ঘ) প্রকাশমতে, দেবেন্দ্র

লাল চৌধুরীর শতদল চৌধুরী সহ ০৪ পুত্র ও ০১ কন্যা শাখিময়ী চৌধুরী ছিল। প্রার্থীক মূল মালিকের সাথে তাহার কাকাতো -জেঠাতো ভাই সম্পর্ক দাবি করেছেন। প্রদর্শনী- ৬, ৬(ক)-৬(চ) হতে প্রতীয়মান হয় শতদল চৌধুরী গংদের পূর্ববর্তী নৈচাঁদ চৌধুরী ০৪ পুত্র ছিল যথা- দুররাজ, মেঘরাজ, নীলমনি ও অধীন চন্দ্র । মেঘরাজ বড়ুয়া মরনে ০২ পুত্র রাজকুমার বড়ুয়া ও রাম কুমার বড়ুয়া এবং অধীন চন্দ্র মরনে নবকিশোর ওয়ারীশ থাকে। আবার রাজ কুমার মরনে ০৩ পুত্র উপেন্দ্র, দেবেন্দ্র ও সাতকড়ি বড়ুয়া চৌধুরী ওয়ারীশ হয়। উক্ত দেবেন্দ্র লাল চৌধুরী ০৪ পুত্র সুদর্শন, সত্যব্রত, শতদল, সুব্রত চৌধুরী ও এক কন্যা শাকিময়ী বড়ুয়া ওয়ারীশ হয়। উক্ত নবকিশোর মরনে ০৩ পুত্র শান্তিময়, অজয় কান্তি ও পিযূষ কান্তি ওয়ারীশ থাকে। প্রার্থীক হলো অজয় কান্তি চৌধুরীর পুত্র। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থীক এবং শতদল বড়ুয়া ও শাকিময়ী একই গোষ্ঠীর কাকাতো -খুড়ুতো ভ্রাতা ভগ্নী হয়।

১৮) যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি অকপটে নিবেদন করেন যে, দেবেন্দ্র লাল চৌধুরীর অপর ভ্রাতা আর এস রেকর্ডী উপেন্দ্র লাল চৌধুরীর বাংলাদেশে বসবাসরত একপুত্র ছিল যার নাম তরুন কিরন চৌধুরী। যিনি তাদের সমুদয় মৌরশী সম্পত্তির মালিক হন। উক্ত তরুন কিরন চৌধুরী এক পুত্র উজ্জল চৌধুরী হয়। প্রার্থীপক্ষ দাবি করেছেন যে, উক্ত উজ্জল চৌধুরী তফসিলোক্ত ভুমির সমস্ত দাবি পরিত্যাগ পূর্বক প্রার্থীকের মালিকানা ও দখল স্বীকার করে নিয়েছেন। বর্তমানে প্রার্থীক লিজমূলে উক্ত সম্পত্তিতে ভোগদখলকার আছেন। কিন্তু প্রদর্শনী-৪(খ) ও ৪(গ) হতে দেখা যায়, উজ্জল চৌধুরী প্রার্থীকের বরাবর ইজারা প্রদানে বা ইজারা বহাল রাখাতে তাহার কোন আপত্তি নেই মর্মে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সমীপে আপোষনামা দাখিল করেছিলেন। কিন্তু উজ্জল চৌধুরী প্রার্থীকের অনুকুলে তফসিলোক্ত ভুমির মালিকানা স্বত্ব পরিত্যাগ করেছেন বিষয়টি এমন নয়। সম্পর্ক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় উজ্জল চৌধুরী মূল মালিক শতদল চৌধুরীর কাকাতো ভ্রাতার পুত্র হয়। শাকিময়ী চৌধুরী ভ্রাতা শতদল চৌধুরী হতে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন সম্পত্তির দাবিদার হবেন না। উজ্জল চৌধুরীর অত্র মামলার প্রার্থীকের তুলনায় মূল মালিক শতদল চৌধুরীরর নিকটবর্তী ওয়ারীশ হওয়ায় তিনি তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ববান হবেন।

১৯) সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী তফসিলোক্ত সম্পত্তির মূল মালিক দেবেন্দ্র লাল চৌধুরীর পুত্র শতদল চৌধুরী ভারতবাসী না হওয়া স্বত্বেও তাহার মালিকানাধীন উক্ত সম্পত্তি সরকার সম্পূর্ন বে-আইনী ও ভিত্তিহীনভাবে অর্পিত ও অনাবাসিক সম্পত্তি হিসাবে ক তালিকায় অন্তভুক্ত করিয়াছে বলে আমি মনে করি। **তফসিলোক্ত সম্পত্তি মূল মালিক শতদল চৌধুরীর কাকাতো ভ্রাতার পুত্র উজ্জল চৌধুরী পিতা-তরুন কিরণ চৌধুরী** বরাবর বা তার অনুপস্থিতিতে তার পরবর্তী ওয়ারীশগণ বরাবর নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি প্রদান করা যেতে পারে। অপরদিকে প্রার্থীক নালিশী সম্পত্তিতে লীজমূলে ভোগদখলকার হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। লীজমূলে ভোগদখলে থাকায় প্রার্থীপক্ষ তফসিলোক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার হকদার নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশ

হয় যে, অত্র মামলা ১-৪ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হল।

১-৪ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল,
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল,
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।